তারিখ: 23 JUL 2017
পৃঃ 28

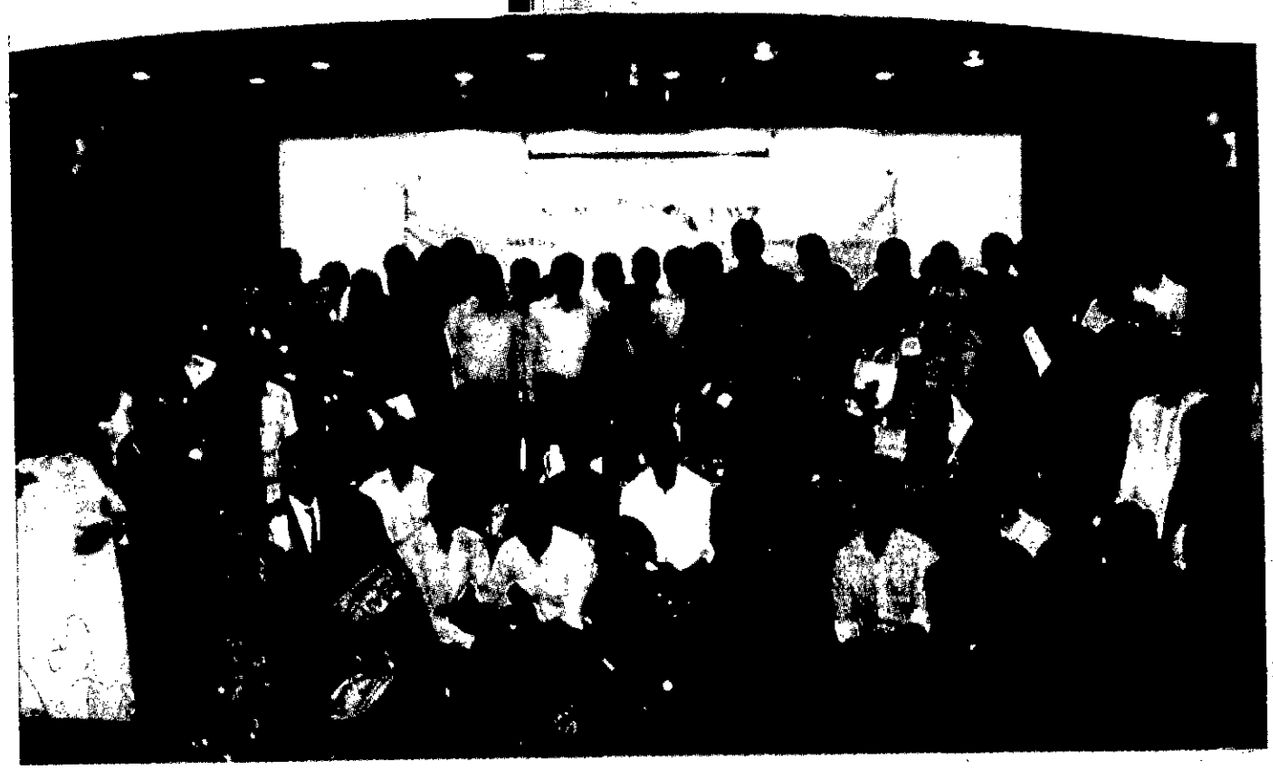

ইয়াং স্কলার সামিটে তারুণ্যদীপ্ত অংশগ্রহণকারীরা ছবি : সংগ্রহ

ঢাবিতে ইয়াং স্কলার সামিট

নতুন গবেষণা নতুন ভাবনা

কামরান সিদ্দিকী

আষাঢ়ের শেষ দিন। তবু বৃষ্টি নেই। নেই কালো মেঘের ছড়াছড়ি। ভরা বর্ষায় রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। এমনই পরিবেশে গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'ইয়াং স্কলার সামিট-২০১৭'। শতাধিক মেধাবী তরুণের মিলন মেলায় পরিণত হয় ঢাবির আরসি মজুমদার মিলনায়তন।

অপার সম্ভাবনাময় তারুণ্যের এ সম্মেলনের যৌথ আয়োজক ছিল সাউথ এশিয়ান ইয়ুথ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট (সেরিড) ও দৈনিক সমকাল। 'জ্ঞান উৎপাদনে সক্রিয়করণ এবং প্রশ্ন করাই হচ্ছে জ্ঞান উৎপাদনের প্রথম ও প্রধান ধাপ'– দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের পরতে পরতে লক্ষ্য করা গেছে এ প্রতিপাদ্যের ছাপ। এতে ভিন্ন চারটি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয় সংলাপ। এ সময় প্যানেলিস্টদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পান তরুণরা। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন আলোচকদের।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের অভাব ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি রোধে কীভাবে সুশীল সমাজ সরকারকে চাপ প্রয়োগ করবে– গবেষক এজাজের মতোই এমন নানা প্রশ্ন ছিল ইয়াং স্কলারদের মুখে। তরুণ ও জ্যেষ্ঠ গবেষকদের সম্মিলিত বক্তব্যে উঠে আসে 'জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ' নির্মাণের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন পূরণের প্রধান কাণ্ডারি হবে তরুণ সমাজ– এমন প্রত্যয় ছিল সবার কণ্ঠে।

সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। প্রধান অতিথি সমকালের উপ-সম্পাদক আবু সাঈদ খান তরুণদের উদ্দেশে বলেন, কুসংস্কার, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা রোধে আমাদের জ্ঞানমনস্ক হতে হবে। তবে শুধু কারিগরি জ্ঞান দিয়ে হবে না, মৌলিক জ্ঞান-গবেষণায়ও মনোযোগী হতে হবে। 'গবেষণাকে নিজের দেশের কাজে লাগানোর মানসিকতা তরুণদের থাকতে হবে। তাহলে তারা সম্মানীত হবে'– বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ অভিমত প্রকাশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক কবি মুহাম্মদ সামাদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশিওলজি বিভাগের অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান।

এরপর শুরু হয় সম্মেলনের মূল পর্ব। 'গবেষণার সমালোচক' শীর্ষক প্রথম সংলাপের প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান, দৈনিক সমকালের উপ-সম্পাদক আবু সাঈদ খান, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সজল রায় ও সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক মাহবুব অর রহমান ভূঁইয়া। সঞ্চালনা করেন সেরিডের নির্বাহী পরিচালক জুয়েল রানা।

'শিক্ষায় সৃজনশীলতা' শীর্ষক দ্বিতীয় সংলাপে আলোচকরা বলেন, পাহাড়ের ঝর্ণা ধারার মতো সৃজনশীলতা মানুষের ভেতর থেকে আসে। ঝর্ণার পানি যেমন কোথা থেকে আসে ধরা যায় না, তেমন সৃজনশীলতাও। আমরা তরুণদের সৃষ্টিশীলতার যথাযথ ব্যবহার করতে পারছি না। সমসাময়িক সমাজের চাহিদা মেটাতে তরুণরা এক বিষয়ে পড়তে চাইলে অন্য বিষয়ে সুযোগ পাচ্ছে। এক বিষয়ে পড়াশোনা করে অন্য সেক্টরে চলে যাচ্ছে। তাতে সরকারের ব্যয়ও ঠিকভাবে কাজে লাগছে না। এ পর্বে আলোচনায় অংশ নেন সমকালের উপ-সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক দিদারুল ইসলাম ও কার্টুনিস্ট সৈয়দ রাশেদ ইমাম তন্ময়।

'শিল্প হচ্ছে রাজনীতির রূপ। রাষ্ট্র নানাভাবে শিল্পকর্মে বাধা দেয়। তবে সমাজে বিদ্রোহী কবি যেমন থাকে, তেমনি সভাকবি বা রাজকবিও থাকে। এরা রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলে'– 'কবি ও কবিতার রাজনীতি' নিয়ে এমন জমজমাট আলাপ জমে তৃতীয় পর্বে। এতে প্যানেলিস্ট ছিলেন দ্য এশিয়ান এজের সহযোগী সম্পাদক সৈয়দ বদরুল আহসান, সমকালের ফিচার এডিটর মাহবুব আজীজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক আহমেদ তাহসিন শামস ও কবি পিয়াস মজিদ। 'স্বাস্থ্য খাতের অসাম্যতা' শীর্ষক চতুর্থ সংলাপে প্যানেলিস্ট ছিলেন অধ্যাপক ডা. এম মুজাহেরুল হক, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, গবেষক নন্দিতা সামাদ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্টের সদস্য সচিব আমিনুর রসুল বাবুল, নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইবনুল সাইদ রানা। বিকেলে অনুষ্ঠানের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দুটি ক্যাটাগরিতে (সিনিয়র ও জুনিয়র) দু'জন গবেষককে 'সেরিড সোশ্যাল রিসার্চ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। ২০১৬ সালে করা প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম থেকে জুরি বোর্ডের মাধ্যমে নির্বাচিত অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন– জুনিয়র ক্যাটাগরিতে নেয়ামত আলী এনায়েত। সিনিয়র ক্যাটাগরিতে গ্রুপভিত্তিক গবেষণা করে পুরস্কার জিতেছেন গবেষক মাহবুবুর রেহমান ও তার দল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরিন আহমেদ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সম্মেলনের সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন সারিডের পরিচালক আসিফ বিন আলী। তত্ত্বাবধানে ছিলেন সারিডের নির্বাহী পরিচালক জুয়েল রানা। ■